দৌলত কাজির

লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না

সাধনের মৈনাসৎ-সহ

সম্পাদনা
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ

নিক যুগের
হাভারতের
ান কবির
ম অঞ্চলের
তীময়না।
কবির এই
ইত্য কেবল
্যটি আমরা
বিদ্যালয়ের

প্রকাশক

LOR CHANDRANI O SATI MOYNA
by Daulat Kazi
ed : Debnath Bandyopadhyay

ISBN : 81-85626-81-2

© প্রকাশক

প্রথম সংসদ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০১
তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৩

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

মূল্য : টাকা ১০০.০০ মাত্র

প্রকাশকের কথা

সাহিত্য সংসদ দীর্ঘকাল ধরে বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ করে আসছে। আধুনিক যুগের লেখকদের রচনার পাশাপাশি মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদও আমরা সাদরে সযত্নে প্রকাশ করেছি। এবার একজন মধ্যযুগের মুসলমান কবির অনুবাদকাব্য প্রকাশ করা হ'ল। কবির নাম দৌলত কাজি। ইনি সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালি কবি। কবি মুসলমান কিন্তু কাব্যটি হিন্দু জীবন নিয়ে। নাম— লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না। আজকের হিন্দুমুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের যুগে হিন্দুর জীবন নিয়ে লেখা মুসলমান কবির এই কাব্যপ্রয়াস আশাকরি মৈত্রীর পথ দেখাবে। এ ছাড়া একথা মনে রাখা চাই যে, বাংলা সাহিত্য কেবল হিন্দুর সাহিত্য নয়, মুসলমানেরও সাহিত্য। সে কথা স্মরণে রেখে এই মুসলিম কবির কাব্যটি আমরা প্রকাশ করলাম। মধ্যযুগের পুথিনির্ভর এই কাব্যটি সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ই জানুয়ারি ১৯৯৫

প্রকাশক

নিবেদন

লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হল। কাব্যটি দৌলতকাজি ও আলাওল দুজনে মিলে লিখেছিলেন। প্রথমখণ্ডে দৌলতের অংশটুকু প্রকাশ করা হল। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আলাওলের অংশ।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে লোরচন্দ্রাণীর কোনো পুথি পাওয়া যায় নি। অথচ পূর্ববঙ্গে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে এর বিস্তর পুথি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়নার যাবতীয় পুথি আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি পুথি হল যথাক্রমে ক্র ৪৭৯/পু২৯৯, ক্র ৪৭৭/পু ৩৬১, ক্র ৪৬২/ পু ২৩৭, ক্র ৪৬৩/ পু৩০৯ এবং ক্র ৪৭৬/পু২৩৩ আর বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত দুখানি পুথি হল ২২ দৌ/আ এবং ২৩ দৌ৪। পুথিগুলি বেশীর ভাগই খণ্ডিত। কেবল ৪৭৯/২৯৯ সংখ্যক পুথিতে দৌলতকাজির অংশটি প্রায় সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়। শেষ কয়েকটি পাতা নেই। এই খণ্ডিত পুথিগুলি অবলম্বন করে লোরচন্দ্রাণীর দৌলত কাজি খণ্ডটি বর্তমানে প্রকাশ করা হল, পরে আলাওল খণ্ডটি যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের অনুরূপ পদ্ধতি এখানেও অবলম্বন করা হয়েছে, প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকের সারিতে দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাপ্ত পুথির পাঠ। পাঠান্তরে বাংলা একাডেমী প্রাপ্ত পুথির পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত 'সতীময়নার' পাঠটিও মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এইসব পাঠ ও পাঠান্তরকে সামনে রেখে প্রত্যেক পৃষ্ঠার ডানদিকের সারিতে একটি সম্পাদিত পাঠ প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে। এতে পুথিপাঠের সঙ্গে সম্পাদিত পাঠের একটি তুলনার সুযোগ থাকছে। যাঁরা পুথি পাঠে উৎসাহী তাঁরা বাঁদিকে সারিতে পেয়ে যাবেন আঞ্চলিক উচ্চারণ ও মধ্যযুগীয় বানান-সহ মূল পুথিটিকে। আর যাঁরা একালের বিশুদ্ধবানানে কাব্যটিকে চান তাঁরা ডানদিকের সারিতে তাকে আশা করি খুঁজে পাবেন। পুথিপাঠ ও সম্পাদিত পাঠকে এইভাবে পাশাপাশি রেখে দৌলতের লোরচন্দ্রাণী কাব্যটিকে সম্পাদনা করা হল।

গ্রন্থপরিশিষ্টে রইল পাঠান্তরসহ সাধনের মৈনা সৎ। সাধনের মৈনাসৎ কাব্যটিকে অবলম্বন করে দৌলতকাজি সতীময়নার বারমাসী-বৃত্তান্ত লিখেছিলেন। তুলনার জন্য সম্পূর্ণ মৈনাসৎ কাব্যটি পরিশিষ্টে অনুবাদসহ সংযোজিত হল। মৈনাসৎ-এর পুথিটি ১৬৩৩ সংবৎ বা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় অনুলিখিত হয়েছিল। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে হরিহর নিবাসী দ্বিবেদীর সম্পাদনায় উদয় দ্বিবেদী বিদ্যামন্দির, গোয়ালিয়র থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। সাধনের মৈনাসৎ কাব্যটি লেখা হয়েছিল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

ভূমিকায় দাউদ-দৌলত-সাধনের কাব্যকাহিনীর একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হল। আলাওল প্রাসঙ্গিকভাবে এলেও তাঁকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে দ্বিতীয় খণ্ডে। 'মৈনাসৎ' সহ সতীময়নার এই সংস্করণটি যদি মধ্যযুগের কাব্যকুতূহলী সুধীবৃন্দের কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারে তবে সম্পাদকের শ্রম সার্থক হবে।

ইতি

সম্পাদক

১. ১. ৯৫

স্বীকৃতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ থেকে 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হবার পর 'সতীময়না'র সম্পাদনা কর্মে হস্তক্ষেপ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বাংলা একাডেমী সংস্থা 'লোরচন্দ্রানী' ও 'সতীময়না'র পুথিগুলির জেরক্সকপি প্রেরণ করে আমাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালকদের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন আমার শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গুপ্ত। আমি তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করি। দীর্ঘ চার পাঁচ বছরের চেষ্টায় সতীময়নার পাণ্ডুলিপি যখন প্রস্তুত হল তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব অস্বীকার করলেন। অথচ এক সময় রাজ্য পুস্তকপর্ষদের কর্তৃপক্ষই বিদ্যাসমিতির পরামর্শানুযায়ী আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যাইহোক আমার কর্তব্য সম্পন্ন করার পর যখন প্রকাশকের সন্ধান করছি তখন প্রসিদ্ধ প্রকাশক সংস্থা সাহিত্য সংসদ এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্বে সাহিত্য সংসদ দুইখণ্ডে 'কাশীদাসী মহাভারত' প্রকাশ করে আমার সম্পাদনাকর্মকে উৎসাহিত করেছিলেন, এবার দৌলতকাজীর 'সতীময়না' প্রকাশ করে আমার উৎসাহ আরও বর্ধিত করলেন। এর ফলে 'সতীময়না'র আলাওলকৃত দ্বিতীয়খণ্ডটি সত্বর প্রকাশের ব্যাপারে আমি উদ্দীপ্ত হব। আমি জানি সাহিত্য সংসদের কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র তবু এই সুযোগে সংসদের পরিচালক ও সকল কর্মীকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 'সতীময়না' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে সাধনের 'মৈনাসৎ' গ্রন্থটি। এই বইটি আগ্রা থেকে আনিয়ে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের তদানীন্তন পরিচালক ডঃ অশীন দাশগুপ্ত। আমি তাঁকে এবং গ্রন্থাগারের কর্মীদের এই দুর্লভ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। হিন্দীগ্রন্থ 'মৈনাসৎ' এর অনুবাদ করার পর স্থানে স্থানে পরিবর্তনের জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বভারতীর বাংলাবিভাগের হিন্দীভাষী অধ্যাপক ডঃ রামবহাল তেওয়ারী। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষকে যিনি নানাভাবে আমাকে পরামর্শ দিয়ে এই গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহিত করেছেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল রেজাউল করিমের নামে তিনি আলবেরুনীকে দেখেছিলেন 'হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত' রূপে, আমি তাঁর লেখার মধ্যে পেয়েছি হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের সন্ধান ; তিনি আর নেই, এই বইএর উৎসর্গপত্রে থাক আমার না দেখা সেই আদর্শবান মানুষটির প্রতি অনন্ত প্রণতি।

আলাওল

হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয় সন্ধানী
রেজাউল করিম-এর স্মরণে

সূচিপত্র

ভূমিকা

কবিকথা	এগারো
কাহিনী কথা	ষোলো
ধর্মকথা	সাতাশ
চরিতকথা	ত্রিশ
শিল্পকথা	তেতাল্লিশ

লোরচন্দ্রাণী

বন্দনা	১
রোসঙ্গরাজস্তুতি	৪
ময়নাবতীর রূপবর্ণনা	১২
লোরের বনবিহার	১৪
ময়নার বিলাপ	১৬
যোগীর আগমন	১৮
চন্দ্রাণীর দাম্পত্য	২২
নিশিযাপন	২৯
পুনরাগমন	৩৫
চন্দ্রাণীর খেদ	৩৭
চন্দ্রাণী দর্শনান্তে যোগীর মূর্ছা	৪০
চন্দ্রাণী কর্ত্তৃক লোর দর্শন	৪৫
লোরের মূর্ছা	৫৩
দেবীমন্দিরে লোরচন্দ্রাণী সাক্ষাৎ	৫৮
লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন	৬২
লোরচন্দ্রাণীর পলায়ন	৭০
বামনের অভিযান	৭৪
যুদ্ধ বর্ণনা	৭৭
চন্দ্রাণীকে সর্পদংশন	৮২
লোরের বিলাপ	৮৪
স্বর্ণষ্ঠীব উপাখ্যান	৮৮
চন্দ্রাণীর মিলন	৯৬

সতীময়ণা
রত্নামালিনীর আগমন ১০৩
মালিনীর দৌত্য ১০৭
বারমাসী — আষাঢ় ১১০
শ্রাবণ ১১৩
ভাদ্র ১১৫
আশ্বিন ১১৮
কার্তিক ১২১
অঘ্রাণ ১২৪
পৌষ ১২৭
মাঘ ১৩০
ফাল্গুন ১৩২
চৈত্র ১৩৬
বৈশাখ ১৩৮
জ্যৈষ্ঠ ১৪২

মৈনাসৎ ১৪৩
রত্না মালিনীর আগমন ১৫০
মালিনীর দৌত্য ১৫১
বারমাসী — আষাঢ় ১৫৪
শ্রাবণ ১৫৬
ভাদ্র ১৫৮
আশ্বিন ১৬১
কার্তিক ১৬৩
অঘ্রাণ ১৬৪
পৌষ ১৬৭
মাঘ ১৬৯
ফাল্গুন ১৭১
চৈত্র ১৭৩
বৈশাখ ১৭৫
জ্যৈষ্ঠ ১৭৭

লালনের দৌত্য ১৭৯
ময়নার সাজসজ্জা ১৮১
লালনের আগমন ১৮৪
রত্না মালিনীর নিগ্রহ ১৮৫

শব্দার্থ সূচী ১৮৭

ভূমিকা

[১]

কবিকথা

আরাকান রাজসভার দুযুগের দুই কবি দৌলত কাজি ও আলাওল। একজন নিজের সম্পর্কে মিতবাক্ আর আর একজন প্রতিটি কাব্যের ভূমিকায় বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। দৌলতকাজি কাব্যের আরম্ভে নিজের কথা কিছুই বলেন নি অথচ আলাওল প্রত্যেকটি কাব্যের আরম্ভে অল্পবিস্তর নিজের বিবরণ লিখে গেছেন। সেক্ষেত্রে দৌলত কাজির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যান্য উপাদান আর আলাওলের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে তাঁর প্রদত্ত আত্মকাহিনী ও অপরাপর উপকরণ। এইভাবেই উদ্ধার করা হয়েছে দুজনের কবিপরিচয়।

দৌলত কাজি যে-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছিলেন রাজপ্রশস্তি অংশে সেই রোসাঙ্গ নৃপতি সুধর্ম ও লস্কর উজীর আশরফখানের অজস্র গুণগান করেছেন এবং ভণিতায় নানা জায়গায় তাঁদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কবি নিজের সম্বন্ধে নাম ছাড়া একটি পংক্তিও লিখে যাননি। তারফলে কবির ব্যক্তিপরিচয় তমসাবৃত। আজ পর্যন্ত কোনো প্রামাণ্য সূত্রে দৌলতের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নি। পরোক্ষভাবে কিছু অনুমান এবং কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে কবির ব্যক্তিপরিচয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে।

দৌলত কাজির কাব্যের বেশীর ভাগ পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে কবির বাস্তুভিটার চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা হয় কবি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যের ভণিতায় কাজি উপাধির ব্যবহার থেকে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত কাজি বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির জন্ম ও তিরোধানের সঠিক সময় জানার উপায় নেই। তবে নানা পারিপার্শ্বিক ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে একটা আনুমানিক সময় নির্ণয় করা যায়। তাঁর কাব্যে তিনি যে রোসাঙ্গরাজ শ্রীসুধর্মর প্রশংসা করেছেন তাঁর রাজত্বের সময়কাল ১৬২২ — ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীসুধর্মর রাজসভায় থেকে তিনি সমর-সচিব আশরফখানের পৃষ্ঠপোষকতায় সতীময়না কাব্যের অনুবাদ করেন। কিন্তু কাব্য সমাপ্ত হবার পূর্বেই কবির মৃত্যু হয়। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সতীময়নার রচনাকাল সম্পর্কে শ্রীসুধর্মর সময়কালের ১৬ বছরের যে কোনো বছরকেই নির্দেশ করেছেন।[১] কিন্তু কাব্যের রাজপ্রশস্তি অংশ থেকে কাব্যরচনা কাল সম্পর্কে আর একটু নির্দিষ্ট সময়কে ধরা যায়। আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন পেলেও শ্রীসুধর্মর ঐসময় রাজ্যাভিষেক হয় নি। কারণ দৈবনির্দেশ ছিল যে অভিষেকের একবছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। এই কারণে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসুধর্ম রাজত্ব পেয়েও রাজা হন নি।

আশরফখানের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে নিজে শিকারাদি রাজবিনোদনে মত্ত ছিলেন। ১২ বছর এইভাবে কাটাবার পর ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হয়। সুধর্মর

১ Daulat Must have composed his work some times between 1622 – 1635 (Beginning of secular Rommance in Bengali literature– p. 14) —Satyendra nath Ghosal.

বন্দনা

বিসমিল্লা অর্ রহমান রহিম আল্লাহ্ করিম[১]

[২]বিসমিল্লার নাম জান সংসারের[৩] সার।
আদি অন্ত নাহি তার দোসর প্রকার॥
প্রথমে বলিয়ে বিসমিল্লাহ্ অর রহমান।
সর্বস্থানে কল্যাণ পুরয়ে মনস্কাম॥
বিসমিল্লা প্রধান[৪] এক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্যসিদ্ধি সর্বস্থান॥
কি করিব যমদূত বিপক্ষ বিবাদ।
সর্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডায়॥
সুজন দুর্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করিন্ত ভক্ষ্য দান॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তুলারাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ॥
কার্যেতে না জপে যদি সে নাম সে কার্য।
যাত্রাভ্রষ্ট হয় কার্য সকল অন্যায্য॥
গুরুভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি।
তাহাকে দেখন্ত স্বর্গ কৃপাময় পতি॥
ঋষি মুনি আদি যত পৃথিবীতে বাস।
সকল ভরসা মাত্র রহিমের আশ॥
কার শক্তি সেই গুণ করিব বাখান।
সে নাম প্রভাবে লোকে আপদ কল্যাণ॥
সে গুণের ভাগ্য কেবা বাখানিতে পারে।
পিপীলিকা যেন সিন্ধুতরঙ্গ সন্তারে॥
ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেগুণ বর্ণিতে হাবিলাষ।
ভরসা করিলুঁ কল্পতরুমূলে আশ॥
এথেকে কহম মুঞি অল্প বুদ্ধি মতি।
সে নাম বর্ণিতে মোর নাহিক শকতি॥
অনুপাম নিরূপ নিরেখ নিরাকার।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ সমান তাঁহার॥
সার তত্ত্বকথা নহে বাণিজ্যের ধন।
ঘরে ঘরে বিকিবারে মূল্যের কারণ॥
দুই এক পাইতে কর্ণেত লাগি কহি।
পরমার্থে মোহর এতেক শ্রদ্ধা নাহি॥
মৎস্যের বোটরি নহে বাজারে বিকিতে।
গুরুগম্য কথা নারে সবে প্রচারিতে॥
সব তেজি খোদা এক জানিউ নিশ্চিত।
তার সম বেদমন্ত্র নাহি পৃথিবীত॥
এরে এড়ি আন যদি কোন জন কয়।
আন প্রায় মাথা হীন হইব নিশ্চয়॥
ঠগ ঢামন ঢেঙ্গ[৫] ডাকাইত সঙ্গতি।
মস্তক খোয়ায় যেন হই আন মতি॥
তেকারণে খোদা এক জানিবা সর্বথা।
যে সবে তাহান আজ্ঞা না করে অন্যথা॥
খোদার সদয় ছায়া জানিয়া নৃপতি।
মানিবা তাহান আজ্ঞা না হৈবা প্রকৃতি॥
খোদার নবীর আজ্ঞা মানে যেই রাজা।
সকল পৃথিবী করে সেই পদ পূজা॥

---

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে কলমা পাঠ—
বিছমিল্লা হের রহমানিদ্রহিম আল্লাহো করিম।
২ রসুল বন্দনার এই অংশ পুথিতে নেই।
সত্যেন ঘোষালের সংস্করণ থেকে গৃহীত হল।
৩ ত্রিভুবন ৪ প্রথম ৫ ঠক ঠাম নানা ঢঙ্

তুলারাশি ..... হুতাশ— তুলরাশবিবাগ্নি। (কালিদাস— অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ১ম অঙ্ক)
মোহর— আমার
বোটরি— মৎস্যাধার।

দুই তেজি একেত বন্দহ[১] মন[২] চিত্য।
কলিমাতে কহিছেন সংসার বিদিত্য॥
লাইল্লাহা-ইল্লালা মহাম্মদ রছুল।
মুখে চিত্তে জপ নিত্য[৩] সেই সে আমুল[৩]॥
মোহম্মদ আল্লার রছুল সখাবর।
জেই[৪] নুরে ত্রিভোবন করিছে পসর[৫]॥
সামতনু জুতির্ম্মএ সর্বাঙ্গ দর্পাণি[৬]।
[৭]নব য়ব চিন[৭] জেন জলে দিনমনি॥

দির্গচন্দ

আহাম্মদ[৮] আছিল এক মিম হোন্তে পরতেক
[৯]সেই মিমে[৯] জগত মহম্ম[১০]।
নিজ সখা অবতার মোহম্মদি অলঙ্কার*
মিমে কৈ‡ টুপি কৌটি বন্ধ॥
আল্লার দোস্ত মোহাম্মদ সেবহ[১১] তাহান পদ
দরূদ ছলাম বহুতর।
তাহার চরন শ্মরি[১২] সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পুরি[১৩]
জুরাউক পরানি কাতর॥
দুই কুলের ঠাকুর আদি অন্ত রূপে ভোর
[১৪]সেরূপেহ তোহ্মরা বড়াই[১৪]
সংবির[১৫] দআ ধর্ম্ম সকল নবির কর্ম্ম
সর্ব্বাহিত প্রদিষ্ঠার ঠাই॥
নবির আজ্ঞার বলে উটক প্রসবে মিলে[১৬]
নবি যুত্র জা হোন্তে সমাপ্ত।
অঙ্গুলি ইঙ্গিত সবে সসি দুই খণ্ড করে
প্রলয় সমান জার[১৭] দাপ॥
মোছুলমানি মুলবাতি জার জেই[১৮] জলে বাতি[১৯]
নবিরএ[২০] বাউ বিষ্টি জোগ[২১]।

দুই তেজি একেত বান্ধহ কায়া চিত।
কলিমাতে কহিছেন সংসার বিদিত॥
লাএ লাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রসুল।
মুখে চিত্তে জপ নিত্য সে নাম অতুল॥
মহম্মদ আল্লার রসুল সখাবর।
যাঁর নুরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর॥
শ্যাম তনু জ্যোতির্ময় সর্বাঙ্গ দাপনি।
নবুয়ত চিহ্ন যেন জ্বলে দিনমণি॥

দীর্ঘছন্দ

আহাদ আছিল এক মিম হন্তে পরতেক
সে মিমেত জগৎ মোহন।
নিজ সখা অবতার মহম্মদ অলঙ্কার
মিমে কৈল টুপি কটিবন্ধ॥
আল্লার দোস্ত মহম্মদ মানহ তাহান পদ
দরূদ সালাম বহুতর।
তাহার চরণধূলি সর্বাঙ্গে চন্দন মলি
জুড়াউক পরানী কাতর॥
দুইকুলের ঠাকুর আদি অন্ত রূপে ভোর
রূপে রূপে নবীর বড়াই।
নবীর আজ্ঞার বলে উঠক প্রসব শিলে
সব হিত প্রতিষ্ঠার ঠাঁই॥
সংসারিক দয়াধর্ম সকল নবীর কর্ম
নবীসূত্র যা হস্তে সমাপ।
অঙ্গুল-ইঙ্গিত শরে শশী দুই খণ্ড করে
প্রলয় সমান তান দাপ॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জ্বলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু বৃষ্টি জলে।

---

* পুথিতে অবতার লিখে কেটে অলঙ্কার
‡ লিপিচ্যুতি। কৈল হবে।
১ বান্ধহ ২ কায়া ৩ সে নাম অতুল ৪ যাঁর ৫ প্রসর ৬ দাপনি ৭ নবুয়ত পৃষ্ঠে ৮ আহাদ ৯ যে মিমেত ১০ মোহন ১১ মানহ ১২ ধূলি ১৩ মলি ১৪ রূপে রূপে নবীর বড়াই ১৫ সাংসারিক ১৬ শিলে ১৭ তান ১৮ তেজে ১৯ নিতি ২০ না নিবায়ে ২১ জলে

লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রসুল— আল্লা ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ তাঁর দূত। নুর— আলো ; দাপনি— দর্পণ ; নবুয়ত— নবী বা পয়গম্বর ; আহাদ— আদ্য সংখ্যা এক ; মিম— ফারসী বর্ণমালার অষ্টবিংশ অক্ষর ; দরূদ সালাম— ভক্তিপূর্ণ প্রণাম

সর্প দিপ[১] নাম পাইব পুণ্যবাতি ন নিবাইব
কি করিব[১] ইশ্রাফিল ফুকে[১]॥
রছুল সোহাএ ছানি[৩] লোকের দেউল[৪] জানি[৫]
কোন চিন্তা সে লোক সভার।
জাহার এমত বন্ধু কি ভএ পাপের সিন্ধু
জে নৌকাত রছুল কাণ্ডারি॥
এ পাপ সিন্ধুর ঢেউ ভএ কাম্পে মোর জিউ
নিজ ঘাটে[৬] ডাকাইত দুর্ব্বার।
সরিয়তে নৌকা[৭] কর ইমান প্রদিব ধর
রছুল সোহাএ হৈবা[৮] পার॥
সেজে[৯] রছুলের প্রতি(১)[১০]বোরাক বাহন আতি[১১]
জিবরিল[১২] জাহার জোগান।
আল্লার হজরতে[১৩] জাইতে[১৪] দ্রসন পাএ
প্রেমভাব সর্ব্বাঙ্গনয়ান॥
রছুলের সখাগণ পয়জথ পরিজন
একে ২ নবি য়বতার।
[১৫]সে সব চরন ধরি[১৫] নিবেদেহু প্রনাম করি[১৬]
বিপত্তিত করিব উদ্ধার॥
বাবা[১৭] আসরপখান ধর্ম্মসিল সৈত্তবান[১৮]
রছুলমানি[১৯] সভার প্রদিপ।
[২০]নবির প্রসাদ বলে[২০] গরূজন আসির্ব্বাদে
রাজ সখা হএ চিরজিবি॥
যুসন্ধানি যুবিক্রম [২১]যুবুদ্ধি বিদুর[২১] সম
কলিত হাতিম সম দানে।
সত্রু সিরে দিআ পদ আর্জ্জিলেক সম্পদ
মহামাত্য আসরপ খান॥
কহে কাজি দৌলত সাফল্য[২২] সেই পদ[২২]
জার নাম রহএ সংসারে।
জিবন জৌবন ধন ন রহিব সর্ব্বক্ষণ
য়মর হইব উপকার॥

সপ্ত দ্বীপ নাম পাইব পুণ্য বাতি না নিবিব
কি করিব বুক ইস্রাফিলে॥
লোকেরে দেউক বাণী রসুল সহায় জানি
কোন্ চিন্তা সে লোক সভার।
যাহার এমত বন্ধু কি ভয় পাপের সিন্ধু
যে নৌকাতে রসুল কাণ্ডার॥
এ পাপ সিন্ধুর ঢেউ ভয়ে কম্পে মোর জিউ
নিজ ঘটে ডাকাইত দুর্বার।
সরিয়ত নাও কর ইমান প্রদীপ ধর
রসুল সহায়ে হইমু পার॥
সেবহ রসুলে অতি বোরা বাহন গতি
জিব্রাইল যাহার যোগন।
আল্লার হজুরে হায় যুয়ায়ে দর্শন পায়
প্রেমভাবে সর্বাঙ্গে নয়ান॥
রসুলের সখাগণ প্রিয় যত পরিজন
একে একে নবী অবতার।
সে সবের পদে ধরি নিবেদহ নমস্কারি
বিপদেত করিবা উদ্ধার॥
শ্রী আশরফ খান ধর্মশীল গুণবান
মুসলমান সবার প্রদীপ
সে রসুল পরসাদে গুরুজন আশীর্বাদে
রাজসখা হউক চিরজীব॥
সুসন্ধানী সুবিক্রম সুগম্ভীর সমুদ্র সম
কলিতে হাতিম সম দানে।
শত্রুশিরে দিয়া পদ অর্জিলেন্ত সুসম্পদ
মহামত্ত আশরফ খানে॥
কহে কাজি দৌলৎ সাফল্য সে সম্পদ
যার নাম রহয় সংসারে।
জীবন যৌবন ধন না রহিব সর্বক্ষণ
অমর হইব উপকারে॥

---

১ সপ্তদ্বীপ ২ বুক ইগ্রাফিলে ৩ জানি ৪ দেউক ৫ বাণী ৬ ঘটে ৭ নাও ৮ হৈমু ৯ সেবহ ১০ অতি ১১ গতি ১২ জিব্রাইল ১৩ হজুরে হায় ১৪ যুয়ায় ১৫ সে সবের পদ ধরি ১৬ নিবেদহ নমস্কারি ১৭ শ্রী ১৮ গুণবান ১৯ মুসলমান ২০ সে রসুল পরসাদে ২১ সুগম্ভীর সমুদ্র ২২ সে সম্পদ

বুক— তূর্যধ্বনি, যার শব্দে মৃতদের পুনরুত্থান হয়। ইস্রাফিল— কোরাণ মতে প্রধান দেবদূত যার তূর্যধ্বনিতে মৃতদের পুনরুত্থান হয়। রসুল— ঈশ্বরের দূত ; পয়গম্বর, মহম্মদ। সরিয়ত— ধর্মশাস্ত্র ; ইমান— ধর্মবিশ্বাস। বোরাক— মহম্মদ যে অশ্বপৃষ্ঠে স্বর্গে গমন করেন। জিব্রাইল—শ্রেষ্ঠ দেবদূত বলে ইসলাম ধর্মে মনে করা হয়। আসরফ খান— দৌলত কাজীর পৃষ্ঠপোষক মহামাত্য। হাতিম— হাতেম তাই, দানী রাজা বলে বিখ্যাত।

রোসঙ্গ রাজস্তুতি

জমক ছন্দ

রছুল চরন কৈলু মস্তকে ধরিয়া।[১]
পির গুরুজন মাত্রিপিত্রি[২] নমস্কারি ॥
সুজন সকল পদে মোর পুটাঞ্জলি[৩]।
কহিমু প্রসঙ্গ কীছু রচিআ পাণ্চালি ॥
কর্ন্নফুলি নদি এক[৪] আছে এক পুরি।
রসাঙ্গ নগর নাম সর্গ অবতারি ॥
তাহাত[৫] মগ বৈসে[৫] ক্রমে বুধাচারি।
নামে শ্রীধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম অবতারি ॥
প্রতাপ প্রভাত ভানু বিক্ষাত ভুবন।
পুত্রক সদ্রিস প্রজা করন্ত পালন[৬] ॥
দেবগরু পুজএ ধর্ম্মেত নর[৭] মন।
সে পদ দ্রসনে হএ পাপ বিমুছন[৮] ॥
পুন্নফলে কেহ জদি দেখএ বদন[৯]।
নারকিহ সর্গ পাএ সাফল্য জিবন ॥
পণ্ডষত হস্তি জার বহএ আদেষ।
অরূণ মাতঙ্গ কালা জোগান বিসেষ ॥
রাজ্জ্যসম[১০] উপসম কৈলাস বিচার[১১]।
কাকে কেহ না হিংষে উচিত বেভার[১২] ॥
মধুবনে পিপিলিকা জদি করে কেলি।
রাজ ভএ মাতঙ্গ[১৩] তাকে না জায়ন্ত[১৩] ঠেলি ॥
বিধবা নির্ব্বলি বৃধ্যা বেচে রত্নভার।
ভিম হেন বলিহ না করে বলতকার ॥ (১ক)
সিতা হেন[১৪] সোন্দারি জদিহ বৈসে[১৫] বনে।
রাজ ভএ ন নিরৈক্ষে বিংসতি নয়ানে[১৬] ॥
মের্গ বেআঘ্র[১৭] বনে জদি চরে একত্তরে[১৮]।
ধর্ম্ম বলে কাক কেহ[১৯] বল নাহি[১৯] করে ॥
সংসারের লোক জথ তাত নাহি দুখি[২০]।
মোহারাজ প্রসাদে[২১] সর্ব্বত্তে লোক ষুখি[২১] ॥
চতুদ্দিগ জিনিআ পৃথিবি কৈলা বস।
ষুগন্ধি সমির বহে জার কৃতি[২২] জস ॥

রসুলের পদযুগ মস্তকেত ধরি।
পীর গুরুজন পিতৃমাতৃ নমস্কারি ॥
সুজন সকল পদে মোর পুটাঞ্জলি।
কহিমু প্রসঙ্গ কিছু রচিয়া পাণ্চালী ॥
কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী ॥
তাহাত মগ বংশে ক্রমে বুদ্ধাচারী।
নামে শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতারী ॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রক সদৃশ প্রজা করন্ত পালন ॥
দেবগুরু পূজয় ধর্মেত তার মন।
সে পদ দর্শনে হয় পাপ বিমোচন ॥
পুণ্যফলে কেহ যদি দেখয় চরণ।
নারকীহ স্বর্গ পায় সাফল্য জীবন ॥
পঞ্চশত হস্তী যার বহয় আদেশ।
অরুণ মাতঙ্গ কালা যোগান বিশেষ ॥
রাজ্যসব উপশম কৈলা সুবিচার।
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার ॥
মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায়ন্ত ঠেলি ॥
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
ভীম হেন বলীও না করে বলাৎকার ॥
সীতা সম সুন্দরী যদিও বৈসে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে বিংশতি নয়ানে ॥
মৃগ ব্যাঘ্র বনে যদি চরে একত্তরে।
ধর্মবলে কাকে কেহ বল নাহি করে ॥
সংসারের লোক যত কেহ নহে দুঃখী।
মহারাজ প্রসাদে সর্বত্র লোক সুখী ॥
চতুর্দিক জিনিয়া পৃথিবী কৈলা বশ।
সুগন্ধি সমীর বহে রাজ কীর্তি যশ ॥

১ রসুলের পদযুগ মস্তকেত ধরি ২ পিতৃ মাতৃ ৩ পুষ্পাঞ্জলি ৪ পূর্বে ৫ মগধ বংশ ৬ পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ৭ তার ৮ পাপের মোচন ৯ পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার চরণ ১০ সব ১১ কৈলা সুবিচার ১২ ব্যবহার ১৩ না যায় তারে ১৪ সম ১৫ রহে ১৬ সহস্রলোচনে ১৭ মৃগ ব্যাঘ্র ১৮ একস্থানে চরে ১৯ অন্যায় না ২০ সংসারের লোক কেহ নাহিক দুঃখিত ২১ সকল আনন্দিত ২২ রাজকীর্তি

শ্রীসুধর্ম রাজা— আরাকানের অধিপতি। প্রকৃত নাম থিরি থু—ধম্মা। ১৬২২ — ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁরই রাজত্বকালে দৌলত সতীময়না রচনা করেন। পণ্ডশত হস্তী— থিরি-থু-ধম্মা বহু হস্তীর অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। রাজনামাঙ্কিত মুদ্রায় তাঁর সম্পর্কে 'শ্বেত হস্তীরাজ' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

+পোবন বাহন কৃতি জষ দিপ্তিমান।
বিশ্রাম সপ্তট দিন পৃথিবি বেরান ॥
জস কৃতি পৃথিবির প্রসন্ন হৈল জস।
জার কৃতি ষুনিতে মনেত মধু রস ॥
কুতুহলে খেলাএ জে জলচর নিধি।
রাজভএ কাক কেহ না করে জে বাদি ॥+
পোবন বাহনে গিআ কৃতি[১] জস কাজ[২]।
পাতালে উজ্বল করে নাগের[৩] সমাজ ॥
কৃতি[৪] জস দেখীআ তৈক্ষক আদি[৫] নাগ।
মণিছত্র রূপ ধরে সিরে য়নুরাগ ॥
তে কারণে নাগগনে সিরে ছত্রবাত[৬]।
রহিল ষুধর্ম্ম কৃতি পৃথিবি জগত[৭] ॥
আপনে তৈক্ষক রাজা[৮] লই লাগ গন[৯]।
সহশ্রেহ সঙ্গে কিত্তি জসস্বাগামন[১০] ॥
গাহিতে২ কির্ত্তি[১১] গেল ষুরপুরি।
ষুরপতি ষুরলোকে গাহএ[১২] মাধুরি ॥
ষুনিআ দেখিতে ইস্ছা[১৩] হইল পুরান্দর।
ধর্ম্মকৃতি জস সর্ব্বস্থানে সোভাকার ॥
ঐরাবত উস্ছশ্রবা[১৪] ধরিআ জোগান।
জসকৃতি নিরক্ষত্র[১৫] সহস্র নআন ॥
উজ্জল[১৬] ধবল[১৭] জস জুতিরর্ম্মএ স্থান[১৭]।
অক্ষএ য়মৃত কৃতি অনঙ্গ[১৮] সমান ॥
মোহোমত্য[১৯] ঐরাবত দেখী কৃতি জষ।
শ্রেতরূপে ষুধর্ম্মার হৈল বদংবস[২০] ॥
দেব কি[২১] গন্ধর্ব্ব জথ ষুরাষুরবাসি[২২]।
ধর্ম্মকৃতি জস দেখি হইল[২৩] উল্লাসি ॥
ধৈন্য২ সব্দ হইল দেবেন্দ্র[২৪] সভাত।
ষুধৈর্ম্মার কৃতি জস পুর্ন্ন সন্নিপাত ॥
সেই ধর্ম্ম কির্ত্তি জষ জে ষুনে জে গাহে।
ধর্ম্মষুখি[২৫] হএ দুক্ষ[২৬] দরিদ্র[২৭] পলাএ ॥
[২৮]ধর্ম্মরাজ পাত্র শ্রী[২৮] আসরপ খান।
হানিফি মোজাহার ধরে চিস্তির খান্দান ॥

পবন বাহনে গিয়া কীর্তি যশরাজ।
পাতালে উজ্জ্বল করে নাগের সমাজ ॥
কীর্তিযশ দেখিয়া তক্ষক আদি নাগ।
মণিছত্র ধরে শিরে করি অনুরাগ ॥
তেকারণে নাগগণ শিরে ছত্রবৎ।
রহিল সুধর্ম কীর্তি পৃথিবী যাবৎ ॥
আপনে তক্ষক নাগে লই নাগগণ।
সহস্রের সঙ্গে কীর্তি যশস্য গাহন ॥
গাহিতে গাহিতে কীর্তি গেল সুরপুরী।
সুরপতি সুরলোকে গাহয় মাধুরী ॥
শুনিয়া দেখিতে ইচ্ছা হৈল পুরন্দর।
ধর্মকীর্তি যশ সর্বস্থানে শোভাকর ॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ধরিয়া যোগান।
যশকীর্তি নিরক্ষয় সহস্র নয়ান।
উজ্জ্বল ধবল যশ জ্যোতির্ময় স্থান।
অক্ষয় অমৃত কীর্তি অনন্ত সমান ॥
মহামত্ত ঐরাবত দেখি কীর্তি যশ।
শ্বেতরূপে সুধর্মের হৈল পদবশ ॥
দেব কি গন্ধর্ব যত সুরপুরবাসী।
ধর্ম কীর্তি যশ দেখি হইল উল্লাসী ॥
ধন্য ধন্য শব্দ হৈল দেবের সভাত।
সুধর্মের কীর্তি যশ পূর্ণ সন্নিপাত ॥
সেই ধর্ম কীর্তি যশ যে শুনে যে গায়।
জন্ম দুঃখী হয় সুখী দারিদ্র্য পলায় ॥
ধর্মরাজ পাত্র শ্রী আশরফ খান।
হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খান্‌দান ॥

+ সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত ; সত্যেন্দ্র সংস্করণে চরণগুলি নেই।
১ কীর্তি ২ রাজ ৩ নাগেন্দ্র ৪ কীর্তি ৫ রাজ ৬ ছত্রবৎ ৭ যাবৎ ৮ নাগে ৯ লই নাগগণ ১০ যশস্যগাহন ১১ শব্দ ১২ শ্রবণে ১৩ ইচ্ছা ১৪ উচ্চৈঃশ্রবা ১৫ নিরন্তর ১৬ নির্মল ১৭ কীর্তি যশ বিদ্যমান ১৮ অনন্ত ১৯ মহামত্ত ২০ পদবশ ২১ অপ্সরা ২২ সুরপুরবাসী ২৩ হৈলেন্ত ২৪ দেবের ২৫ জন্মসুখী ২৬ সুখী ২৭ দারিদ্র্য ২৮ ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত

পুরন্দর— ইন্দ্র। ঐরাবত— ইন্দ্রের হস্তী, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত। উচ্চৈঃশ্রবা— ইন্দ্রের অশ্ব, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত। হানাফী মোঝাব— সুন্নী মুসলমানদের ধর্মসম্প্রদায়। চিস্তি— সূফী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মুইনউদ্দীন মহম্মদ চিস্তী।

ইমান জত্তনে[১] পালে প্রানের ভিতর।
ইছলামের[২] অলঙ্কার সোভে কলেবর ॥
পির গুরু য়ভ্যাগত পুজএ[৩] তৎপর।
লোক উপকার করে নাহি অবসর[৪] ॥
রাজনিতি লোকধর্ম্ম বুজএ[৫] সকলে।
মিত্রের উদএ[৬] করে সত্রু[৭] রসাতলে ॥(২)
মছজীদ পুস্কনী দিলা বহু বিদি দান[৮]।
মোক্কামদিনাতে গেলা[৯] প্রদীষ্ঠা বাখান ॥
ছৈহদ কাযী সেকমল্লা আলিম ফকীর।
পুজন্ত সেসব জনে[১০] আপনা সরীর ॥
বৈদেহি[১১] আরব রূমি মোঙ্গল পাঠান।
পালন্ত সে সব লোক[১২] সরির সমান ॥
সাম তনু মস্তিমন্ত[১৩] বচন মিষ্টতা।
যুধ্যমতি[১৪] ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা ॥
দেসান্তরি দুত সক্ষ[১৫] প্রতি[১৬] বনিজার।
দেসে কৃতি জস ঘোসে জানএ সংসার[১৭] ॥
উত্তর দক্ষিণ দিগে প্রদিষ্ঠা বিসেষ।
আছি কুছি মোছন্দি[১৮] পাঠান[১৯] নানাদেষ[২০] ॥
মোহা রাজা পৃয়জানি[২১] য়তিযুদ্ধ মন।
মহামত্যে করিলেন্ত রাজার[২২] ভাজন ॥
মোঙ্গল বিধানে সৈন্য[২৩] কৈল সমর্পন।
বিবিধ প্রসাদ দিলা কৈল্লান কারণ ॥
ছত্র সমে দিলা সোবন্য[২৪] পতকা দুন্দভি[২৫]
সোবন্ন[২৬] য়ঙ্গরাগ দিল রত্নমএ টুপি[২৭] ॥
দসহস্তি প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া।
রাজসৈন্য সমে দিলা লৈক্ষের কাপড়া[২৮] ॥
সেনাপতি হইল সৈন্যের অধিকারি[২৯]।
আসরপ নাম সোভা পাইল উজিরি[৩০] ॥
শ্রী আসরপ খান লৈক্ষের[৩১] উজির।
জাহার প্রতাপে বজ্রে চুর্ন্য সত্রুসির ॥

ইমান রত্তন পালে প্রাণের ভিতর।
ইসলামের অলঙ্কার শোভে কলেবর ॥
পীর গুরু অভ্যাগত পূজেন্ত তৎপর।
লোক উপকার করে নাহি আত্মপর ॥
রাজনীতি লোকধর্ম বুঝন্ত সকল।
মিত্রের সহায় করে শত্রু রসাতল ॥
মসজিদ পুস্কনী দিলা বহুবিধ দান।
মক্কা মদিনাতে গেলা প্রতিষ্ঠা বাখান ॥
সৈয়দ কাজি শেখ মোল্লা আলীম ফকির।
পূজেন্ত সে সব যেন আপনা শরীর ॥
বিদেশী আরবী রূমী মোগল পাঠান।
পালন্ত সে সব লোক শরীর সমান ॥
শ্যামতনু যুক্তিবন্ত বচন মিষ্টতা।
শুদ্ধমতি ছোটবড় লোকেত ইষ্টতা ॥
দেশান্তরী প্রবাসী পন্থিক বণিজার।
দেশে কীর্তি যশ ঘোষে জানয় সংসার ॥
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আচি কুচি মাচীন পাটনা নানা দেশ ॥
মহারাজা প্রিয় জানি অতিশুদ্ধ মন।
মহামাত্যে করিলেন্ত রাজ্যের ভাজন ॥
মঙ্গল বিধানে সর্ব কৈল সমর্পণ।
বিবিধ প্রসাদ দিলা কল্যাণ কারণ ॥
ছত্র সমে দিলা সৈন্য পতাকা দুন্দুভি।
স্বর্ণ অঙ্গরাগ দিল রত্নময় টুপি ॥
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া।
রাজ খড়্গ সমে দিলা লক্ষের কাপড়া ॥
সেনাপতি হৈল নানা সৈন্য অধিকারী।
আসরফ নামে শোভা পাইল উজিরী ॥
শ্রী আশরফ খান লস্কর উজীর।
যাহার প্রতাপবজ্রে চুর্ণ শত্রুশির ॥

---

১ রত্তন ২ ইসলামের ৩ পূজেন্ত ৪ আত্মপর ৫ বুঝন্ত ৬ সহায় ৭ অরি ৮ বহুল বিধান ৯ নানা দেশে গেল তান ১০ যেন ১১ বিদেশী ১২ যেন ১৩ যুক্তিমন্ত ১৪ শুদ্ধমতি ১৫ প্রবাসী ১৬ পন্থিক ১৭ দেশে দেশে কীর্ত্তিযশ বাখান যাহার ১৮ মাচীন ১৯ পাটনা ২০ আদি দেশ ২১ আয়ুশেষ ২২ রাজ্যের ২৩ সর্ব ২৪ সৈন্য ২৫ দুমদুমি ২৬ স্বর্ণ ২৭ আর বহু মূল্য জমি ২৮ রাজ খড়্গ সমর্পিলা লস্করী কাপড়া ২৯ নানা সৈন্য অধিপতি ৩০ নাম হৈল অতি ৩১ লস্কর

আলীম— বিদ্বান। আচি কুচি— অচীন কোচীন প্রভৃতি প্রাচীন দেশ। মাচীন— মহাচীন। লস্কর— সেনাপতি। উজীর— মন্ত্রী।

নের্পতির সমান সে সব রাত্রিদিন।[১]
জথা তথা চলে রাজা সঙ্গতি চলন ॥[১]
একদিন ইচ্ছা হইল যুধর্ম্মা রাজার।
সসৈন্য সমস্ত চলে কানন[৩] বেহার ॥
ধবল য়রূন কালা নানা বন্য[৪]গজ।
আকাস ছাইয়া জাএ নানা বর্ন্নধজ ॥
অব্বুদে[৫] ২ সৈন্য অশ্বের নাহি সিমা।
কোনে বা কহিতে[৬] পারে নৌকার মহিমা ॥
দ্বাদস দিবস পন্থ[৭] নৌকা চলি জাএ[৭]।
কতুকে চলিআ[৮] রাজ নিকুঞ্জে খেলাএ[৯] ॥
নানা বন্যে নৌকা সব দেখী চারিপাসে।
নব সসিগন জেন জলে নামি আছে[১০] ॥
হংস[১১] সারি নৌকার[১২] সোভন[১৩] নানা রঙ্গে।
আরহন[১৪] নের্প খান[১৫] আসরপ সংগে ॥
দসদিন পন্থ নৌকা একদিনে জাএ।
সোবন্যের হংস জেন লহরি খেলাএ ॥
রজতের বৈঠা সব সোবন্ন[১৬] নৌকার।
জল হিছে[১৭] সোবন্ন পংক্ষি[১৮] পক্ষ জে রূপার ॥
দেব সিঙ্গাসন জেন সিন্ধু[১৯] সোভা করে।
দিপ্তিমান[২০] নৌকা জেন বিজুলি সঞ্চরে ॥
[২১]নানারঙ্গে দুইসারি নৌকার সোভন।
বিচিত্র নৌকাত নৃর্পমনি আরাহন ॥
নের্পতি সংহতি চলে আসরপ নায়ক।
চন্দ্র ওদএ জুতি জেন ধরএ তারক[২১] ॥(২ক)
মরকত স্তম্বে সোভে[২২] রত্তনের ছানি।
নবরঙ্গে থোপা দোলে[২৩] মুকুতা খিচনি ॥
আগে পাছে চামর দোলাএ ঘন ঘন।
বিবিধ পতকা উড়ে নৌকার সোভন ॥

নৃপতির সম্পাশে বৈসন্ত দিবারাতি।
যথা রাজা চলে তথা চলেন্ত সঙ্গতি ॥
একদিন ইচ্ছা হৈল সুধর্ম্ম রাজার।
সসৈন্য সমস্ত চলে কানন বিহার ॥
ধবল অরুণ কালা নানা বর্ণ গজ।
আকাশ ছাইয়া যায় নানা বর্ণ ধ্বজ ॥
অর্বুদে অর্বুদে সৈন্য অশ্বের নাহি সীমা।
কনে বা কহিতে পারে নৌকার মহিমা ॥
দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকা চলি যায়।
কৌতুকে চলেন্ত রাজা নিকুঞ্জ খেলায় ॥
নানাবর্ণে নৌকা সব দেখি চারিপাশে।
নবশশিগণ যেন জলে নামি ভাসে ॥
হংস সারি নৌকার শোভন নানারঙ্গে।
আরোহিল নৃপ খান আসরফ সঙ্গে ॥
দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায় ॥
রজতের বৈঠা সব সুবর্ণ নৌকার।
জল সিঁচে স্বর্ণ পক্ষী পক্ষ যে রূপার ॥
দেব সিংহাসন যেন সিন্ধু শোভা করে।
দীপ্তিমান নৌকা যেন বিজুলি সঞ্চরে ॥
নানারঙ্গে দুইসারি নৌকার শোভন।
বিচিত্র নৌকাত নৃপমণি আরোহণ ॥
নৃপতি সঙ্গতি চলে আসরফ নায়ক।
চন্দ্রোদয়ে জ্যোতি যেন ধরএ তারক ॥
মরকত স্তম্ভে শোভে রতনের ছানি।
নবরঙ্গে থোপা দোলে মুকুতা খিচনি ॥
আগে পাছে চামর দোলায় ঘন ঘন।
বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন ॥

---

১ নৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি ২ যথা যায় রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি ৩ বিপিন ৪ লাল বর্ণ ৫ অযুতে ৬ বুঝিতে ৭ নৌকায় চলিতে ৮ চলেন্ত ৯ খেলিতে ১০ ভাসে ১১ দুই ১২ সে নৌকা ১৩ ভাসয় ১৪ আরোহিল ১৫ সভা ১৬ শোভন ১৭ সিংহে ১৮ স্বর্ণপাখী ১৯ ইন্দ্র ২০ দীপ্তিমন্ত ২১ সত্যেন্দ্র সংস্করণে নেই ২২ সব ২৩ যেন

সম্পাশে— সন্নিকটে। কনে— কে। সঙ্গতি— সঙ্গে।

বিচিত্র সোবন্য সিথি পেখন পাছে নৌকা।[১]
যুচরিত[২] উস্চ[৩] অগ্র জেন দেখী সিখা॥
হুলাহুলি নৌকা বাহে বহুল বাজন।
বিশ্বকর্ম্মা গঠ প্রাএ নৌকার গঠন॥
পোবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন।
দুমদুমি ভেউর ঢোল মেঘর গজ্জন॥
নানা বর্ন্ন পুষ্প পত্র জেন[৪] ভাসে সরে[৪]।
[৫]নানা রূপে নৌকা হংস[৫] নদি দিপ্তি করে॥
খেলিতে ২ নৌকা[৬] গেল কুঞ্জবনে[৭]।
সঙ্গে আসরপ খান[৮] রাজপাত্র সনে[৮]॥
চারিদিগে পাত্রগণ মাঝে নৃর্পবর।
তারক বিষ্টৈত জেন চন্দ্রিমা সোন্দর॥
বন উপবন নানা[৯] পুষ্প পরিমল।
বহএ ষুগন্দি বাউ ষুরম্ম সিতল॥
বন পাসে নগর জে[১০] দ্বারাবতি নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা জেন[১১] চন্দ্রিমা সমান[১১]॥
তথাতে রচিআ সভা রহিল নের্পতি।
মউর গঠন জেন সভার আকৃতি॥
অপুর্ব্ব নৃর্পতি সভা বিনন্দের[১২] স্থলি।
আমাত্য সংহতি[১৩] রাজা করে কুতুহলি॥
জাহার জেমত জোক্ত সিবির রচিআ।
তথাতে রহিলা রাজা[১৪] আনন্দ করিআ॥
নির্পতি সভাত নানা জন্ত্র ষুললিত।
নানাপক্ষি নাদ করে বন কলালিত[১৫]॥
মগদ রাজ্যের জন্ত্র[১৬] ষুনি[১৭] অনুপাম।
কহিতে আছিএ এহি সে সকল নাম॥
তার আদি মিজ্যং[১৮] চরিতু[১৯] পাতলা[২০]।
সে সব মাধুরি নাদে শ্রবন চঞ্চলা॥
যুদ্ধতুশ্রি তুলারঙ্গ জাল ষুসিতল।[২১]
ষুনিতে প্রভাতে নিত্ত জাগে মন ভাল।[২২]

১ স্বর্ণ শিখি পেখনে বিচিত্র পাছা নৌকা ২ বর্ণবিপর্যয় ; হবে সুরচিত ৩ উষ্ণ ৪ শোভাকরে ৫ নানা বর্ণ সব নৌকা ৬ রাজা ৭ কুঞ্জবন ৮ আদি পাত্র গণ ৯ যত ১০ এক ১১ অতি অভিরাম ১২ বিনোদের ১৩ সহিতে ১৪ সৈন্য ১৫ নানা পাখী নাদে যেন বন কল্লোলিত ১৬ যত ১৭ যন্ত্র ১৮ মৃদঙ্গ ১৯ মোচঙ্গ ২০ তবলা
২১ গীনে নৃত্যে বারাঙ্গনা সুশীতল রব
২২ শুনিতে প্রত্যেক মনে জাগে মনোভব

বিচিত্র সুবর্ণ শিখী পেখন পাছে নৌকা।
সুরচিত উচ্চ অগ্র যেন দেখি শিখা॥
হুলাহুলি নৌকা বাহে বহুল বাজন।
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় নৌকার গঠন॥
পবনগমন নৌকা সমুদ্রবাহন।
দুন্দুভি ভেউর ঢোল মেঘের গর্জন॥
নানাবর্ণ পুষ্প পত্র যেন ভাসে সরে।
নানারূপে নৌকা হংস নদী দীপ্তি করে॥
খেলিতে খেলিতে নৌকা গেল কুঞ্জবনে।
সঙ্গে আসরফ খান রাজপাত্রগণে॥
চারিদিকে পাত্রগণ মাঝে নৃপবর।
তারকবেষ্টিত যেন চন্দ্রিমা সুন্দর॥
বন উপবন নানা পুষ্প পরিমল।
বহয় সুগন্ধি বায়ু সুরম্য শীতল॥
বন পাশে নগর যে দ্বারাবতী নাম।
কৃষ্ণের দ্বারকা যেন চন্দ্রিমা সমান॥
তথাতে রচিয়া সভা রহিল নৃপতি।
মউর গঠন যেন সভার আকৃতি॥
অপূর্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।
অমাত্য সহিত রাজা করে কুতূহল॥
যাহার যেমত যুক্ত শিবির রচিয়া।
তথাত রহিলা সৈন্য আনন্দ করিয়া॥
নৃপতি সভাত নানা যন্ত্র সুললিত।
নানা পক্ষী নাদে যেন বন কল্লোলিত॥
মগধ রাজ্যের যত যন্ত্র অনুপাম।
কহিতে আছিএ এহি সকলের নাম॥
তার আদি মৃদঙ্গ মোচঙ্গ তবলা।
সে সব মধুর নাদে শ্রবণ চঞ্চলা॥
গীতে নৃত্যে বারাঙ্গনা সুশীতল রব।
শুনিতে প্রত্যেক মনে জাগে মনোভব॥

শিখী— ময়ূর। ভেউর— ভেরী। মোচঙ্গ— বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। মনোভব— মদন।

নের্পতি[১] সভাত নিত্য গাহন্ত ষুশ্বরে।
পুষ্পের ডালেত জেন কুকিলে কুহরে॥
সিবিরে সিবিরে সব[২] বস[৩] কুতুহল।
গাহন্ত বিনোন্দ সবে রঙ্গ[৪] ষুমঙ্গল[৫]॥
[৬]নিত্ত বেস গীত নাট[৬] চাতরে চাতরে।
মত্য সিখি গন জেন খেলএ য়ধরে[৭]॥
দ্বারে দ্বারে ষুবিত্র* উডএ পতকা।
হেম তরূ পরে জেন কিসলঅ সখা॥
স্থানে ২ সরবর যুনির্ম্মল জল।
জল সোভে বিকাসিত কুমুদ সকল[৮]॥
পুষ্পের বনেত[১০] জেন গজ্যে[১১] য়লিকুল।
নগরেত রঙ্গের পোসার হুলস্থল॥
সহরিসে জলচরে বেহাঅন্ত জলে।
হংসা হংসি কৃয়া[১২] করে পদ্ধ পত্রতলে॥(৩)
বনে ভ্রমে রাজশ্রনা[১৩] বীচিত্র ভুবন[১৪]।
বিকাস কুসুম্ব তরূ জেন সোভে বন[১৫]॥
দ্বারাবতি উজ্জ্বল করিল ধর্ম্মরাজ।
দ্বারিকাতে সোভে জেন দ্বারিকা[১৬] সমাজ॥
সৈন্ন সম্বোদিত রাজা আটোপ করিয়া।
চারিমাস রহে[১৭] রা+ পাত্রগন লৈইয়া[১৭]॥
তার[১৮] মুক্ষপাত্র আসরপ মোহামতি।
আপনা সভাত আইল রাজার সংহতি[১৯]॥
নানা জাতি লোক সবে ধরিআ জোগান।
সভাত বসিল শ্রী আসরপ খান॥
সৈদ সেক জ্বাদা আদি মোঙ্গল পাঠান।
সদেসি বৈদেসি বহুতর হিন্দুজান॥
ব্রাহ্মন খেত্রিয় বৈশ্ব যুদ্র বহুতর।
সারি ২ বসিলেক[২০] মহিন্দ্র সকল[২০]।
নিরঞ্জন শ্রিষ্টি নর[২১] রতনে আমুল[২১]।
ত্রিভোবনে কেহ নাহি[২২] নর সমতুল[২২]॥
নর সে পরম[২৩] তত্ত মন্ত তত্বজ্ঞান[২৩]।
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান॥

১ রাজার ২ করে ৩ নানা ৪ সুরঙ্গ ৫ মঙ্গল ৬ নৃত্য গীত নাট বেশ্যা ৭ শিখরে ৮ শিখা ৯ সুরঙ্গ কমল ১০ বনিজে ১১ গুঞ্জে ১২ ক্রীড়া ১৩ সেনা ১৪ বসন/ভুসন ১৫ বিকট কুসুম্ব যেন শোভে বৃন্দাবন ১৬ গোবিন্দ ১৭ তথা হরষিত হৈয়া ১৮ তবে ১৯ রাজ অনুমতি ২০ যেন মহেশ্বর ২১ অমূল্য রতন ২২ তাহান সমান ২৩ দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান
*লিপিচ্যুতি। হবে সুবিচিত্র। +লিপিচ্যুতি। হবে রাজা

নৃপতি সভাত নিত্য গাহন্ত সুস্বরে।
পুষ্পের ডালেত যেন কোকিলে কুহরে॥
শিবিরে শিবিরে সব করে কুতুহল।
গাহন্ত বিনোদ সবে রঙ্গ সুমঙ্গল॥
নৃত্য বেশ গীত নাট চাতরে চাতরে।
মত্ত শিখিগণ যেন খেলয় শিখরে॥
দ্বারে দ্বারে সুবিচিত্র উড়য় পতাকা।
হেমতরু পরে যেন কিশলয় শাখা॥
স্থানে স্থানে সরোবর সুনির্মল জল।
জলে শোভে বিকশিত কুমুদ কমল॥
পুষ্পের বনেত যেন গুঞ্জে অলিকুল।
নগরেত রঙ্গের পসার হুলস্থূল॥
সহরিসে জলচর বিহারন্ত জলে।
হংস হংসী ক্রীড়া করে পদ্মপত্রদলে॥
বনে ভ্রমে রাজসেনা বিচিত্রভূষণ।
বিকচ কুসুম্ভ তরু যেন শোভে বন॥
দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিল ধর্মরাজ।
দ্বারকাতে শোভে যেন দ্বারকাসমাজ॥
সৈন্য সমুদিত রাজা আটোপ করিয়া।
চারি মাস রহে তথা পাত্রগণ লৈয়া॥
তবে মুখ্য পাত্র আশরফ মহামতি।
আপনা সভাত আইল রাজার সম্মতি॥
নানা জাতি লোক সবে ধরিয়া যোগান।
সভাত বসিল শ্রী আশরফ খান॥
সৈয়দ শেখ জাদা আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেক যেন মহীন্দর॥
নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর রতন অমূল।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি নর সমতূল॥
নর সে পরম তন্ত্রমন্ত্র তত্ত্বজ্ঞান।
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরাণ॥

চাতরে— চত্বরে। আটোপ— গর্ব। মহীন্দর— মহেন্দ্র

নর সে পরম পদ[১] নর সে ইশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর ইশ্বর[২] ॥
তারাগন সোভা দিল গগন[৩] মণ্ডল।
নর জুতি[৪] দিআ কৈল প্রিথিবি উজ্জ্বল ॥
নানা পুষ্প সোভে জেন বৃন্দাবন সোভা।
লোকে সে সোভন করে মহাজন সভা ॥
লোক হোস্তে লোক কৃতি[৫] রহে পৃথিবিত।
চলি গেল রাজা সব[৬] রহিল কিরিত[৬] ॥
যুকবিত্বে জাহার রহিল ত্রিভোবন।[৭]
নাস নাহি তাহার জিবএ সর্ব্বক্ষণ ॥[৮]
সাফল্ল জিবন জার রহিল যুনাম।
নামে চিরজিবি হৈইল জানকী ছিরাম ॥
এথেকেহ মহাজনে বুজিআ রহাস্য।
লোকেরে আদর দএআ করিব য়বুশ্ব[৯] ॥+
শ্রীযুত আসরপ[১০] আমাত্য প্রধান।
সোলকলা পুণ্য[১১] জেন চন্দ্রিমা সমান ॥
নিতিবৃদ্ধা[১২] কাব্য রস[১৩] নানা রসচস[১৪]।*
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিসেষ ॥
হুজ্যাজি[১৫] গোহারি খোট্টা[১৬] ভাসা বহুতর।
সহজে মোহন্দ্র[১৭] সভা বাক্য রস স্থল[১৮] ॥
সেসে পুনি কত্তুকে কহিলা মোহামতি।
যুনিতে মএনার সতিত্ব ভারথি ॥[১৯]
ভারত পুরাণ সৈত্য সৈন্ত সে বাখান।
চন্দন তিলেক[২০] সৈত্য উগে সর্ব্বস্থান ॥
প্রানান্ত করিয়া সৈত্য পালে মোহাজন।
রাজ প্রান[২১] তেজি করে সৈত্যের পালন ॥

১ দেব ২ কিঙ্কর ৩ আকাশ ৪ জাতি ৫ কীর্তি ৬ রহিলেক কৃত ৭ সুকৃতি যাহার না রহিল ভুবনে ৮ নাহিক তাহার জীব মরন সমানে ৯ লোকেরে সাদর করি পালিবা অবশ্য ১০ আসরফ খান ১১ পূর্ণ ১২ বিদ্যা ১৩শাস্ত্র ১৪ চয়
*এরপর পুথিতে কয়েকটি পংক্তি ছাড় আছে—
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয় ॥
হেন মতে সভা করি বসিয়া থাকিতে।
কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে ॥
আরবী ফারসী নানা তত্ব উপদেশ।
১৫ গুজরাতী ১৬ ঠেট ১৭ মহন্ত ১৮ আনন্দ সায়র ১৯ শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী ২০ তিলক ২১ রাজ্যপাল
+চরণ দুটি পুথিতে সংশোধন জনিত অস্পষ্টতার জন্য পুনর্লিখিত।

নর সে পরম পদ নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর ॥
তারাগণ শোভা দিল গগন মণ্ডল।
নর-জ্যোতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল ॥
নানা পুষ্প শোভে যেন বৃন্দাবন শোভা।
লোকে সে শোভন করে মহাজন সভা ॥
লোক হস্তে লোক কীর্তি রহে পৃথিবীত।
চলি গেল রাজা সব রহিল কিরিত ॥
সুকীর্তি যাহার রহিল ত্রিভুবন।
নাশ নাহি তাহার জীবয় সর্বক্ষণ ॥
সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম।
নামে চিরজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম ॥
এতেকেহ মহাজনে বুঝিয়া রহস্য।
লোকেরে আদর দয়া করিব অবশ্য ॥
শ্রীযুত আশরফ খান অমাত্য প্রধান।
ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রিমা সমান ॥
নীতিবিদ্যা কাব্যরস নানা রসচয়।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিষয় ॥
গুজরাতি গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর।
সহজে মোহন্ত সভা আনন্দ সায়র ॥
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে ময়নার কথা সতীত্ব ভারতী ॥
ভারত পুরাণ সত্য সত্য সে বাখান।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থান ॥
প্রাণান্ত করিয়া সত্য পালে মহাজন।
রাজ্য প্রাণ ত্যজি করে সত্যের পালন ॥

ঠেট— চলিত হিন্দী। গোহারী— গ্রাম্য হিন্দী। কিঙ্কর— ভৃত্য। উগে— প্রকাশ হয়।

সত্য বলে রাজা হইলা পাণ্ডব[১] নন্দন।
সৈত্য সে পরম সন্ধি[১] জিবঅ+ কারণ ॥ (৩ক)
জথ কৃতি[৩] সাস্ত্ররিত বৈসএ সংসারে।
অগ্রে[৪] সৈত্য ধরি সেসে[৫] বাড়াএ[৬] বিচারে।
ইছুপ ছিদ্দিক সাহা রছুল আল্লার।
সত্যবলে মীশ্রের[৭] হইল অধিকার ॥[৮]
তবে কাজি দৌলতেহ বুজিআ য়ারতি।
পণ্ডালি রচিয়া কহে মধুর ভারতি[৯] ॥

+লিপিবিপর্যয়। বিজয় হবে।
১ পাণ্ডুর ২ সিদ্ধি ৩ জাতি ৪ আদ্যে ৫ পাছে ৬ বড়াই ৭ মিসিরের
৮ সত্যেন্দ্র সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন্ মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী ॥
ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশীভাষে কহ তাকে পাণ্ডালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥
৯ পাণ্ডালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।

সত্য বলে রাজা হইলা পাণ্ডুর নন্দন।
সত্য সে পরম সিদ্ধি বিজয় কারণ ॥
যত কীর্তি শাস্ত্ররীতি বৈসয় সংসারে।
অগ্রে সত্য ধরি শেষে বাড়ায় বিচারে ॥
ইসুপ সিদ্দিক সাহা রসুল আল্লার।
সত্য বলে মিসিরের হৈলা অধিকার ॥
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী ॥
ঠেট চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।
দেশী ভাষে কহ তাকে পাণ্ডালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥
তবে কাজি দৌলতে বুঝিয়া আরতি।
পণ্ডালী রচিয়া কহে মধুর ভারতী ॥

ইসুপ— ইয়ুসুফ, কোরাণে উল্লিখিত এক ধার্মিক ব্যক্তি। সিদ্দিক— সত্যনিষ্ঠ, উপাধি বিশেষ। মিসির— মিশর। ঠেটা— সোরঠা, হিন্দী ছন্দোরূপ, মৈনাসৎ এর মূল পাঠ দ্রষ্টব্য। চৌপাইয়া— চৌপাই, হিন্দী ছন্দোরূপ। দোহা— হিন্দী দ্বিপদী। সাধন— হিন্দী কবি, মৈনা সৎ কাব্যের রচয়িতা।